

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধুর নাম ঘোষণা করেও উপাচার্যের নামে পদক প্রদানে সমালোচনা

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু পদক প্রদানের ঘোষণা দেবার এক বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধুর নামে ঘোষিত পদক বাদ দিয়ে ভাইস চ্যান্সেলর পদক প্রদান করলেন রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. একেএম নূর-উন-নবী। জাতীয় শোক দিবসে আনুষ্ঠানিক শিক্ষকসহ ৪ জনকে এ পদক প্রদান করা হয়। বঙ্গবন্ধুর নামে পদক প্রচলনের ঘোষণা দিয়ে তা না করে নিজের নাম জাহির করা আর একবার উপাচার্য হিসেবে চাকরি এক্সটেনশন করানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এ কাজ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাবৃন্দ। এ ঘটনায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও এ ঘটনায় সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত বছর ২০১৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ৪০তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা সভায় উপাচার্য অধ্যাপক নূরউন নবী বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে গবেষণায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড চালুর ঘোষণা দেন। তিনি বলেছিলেন প্রতি বছর এ বিষয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের মাঝে চারটি অ্যাওয়ার্ড দেয়া হবে। সেই সঙ্গে তিনি বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানা ও চর্চা করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। উপাচার্যের এ ঘোষণার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীসহ সকলের মাঝে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণা করার আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

এ সংক্রান্ত খবরের প্রেস রিলিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর থেকে গত বছর গণমাধ্যমে পাঠানো হয়। যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

এদিকে উপাচার্য তার দেয়া ঘোষণা এক বছরেই পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু পদক পরিবর্তন করে ভাইস চ্যান্সেলর পদক প্রদান করলেন। সোমবার জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানে বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তুহিন ওয়াদুদ অর্থ ও হিসাব দফতরের সহকারী পরিচালক হারুন তাজিফ জয়, বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রী যীন্না তুন্নেছা এবং সহকারী স্টোর কিপার শিরিনা আক্তার এ ৪ জনকে সম্মাননা স্মারক 'ভাইস-চ্যান্সেলর'স এওয়ার্ড এবং নগদ অর্থ সম্মানী প্রদান করেন।